রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৩ সনের ৯ নং

# বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১৩

## সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১ম | খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ১৪৩—১৫৮ |
| ২য় | খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ২৫৭—৩০৫ |
| ৩য় | খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ৩৭—৪৩ |
| ৪র্থ | খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি। | নাই |
| ৫ম | খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি। | নাই |
| ৬ষ্ঠ | খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ২৮৭—৩১৪ |
| ৭ম | খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | নাই |
| ৮ম | খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ। | নাই |
| | ক্রোড়পত্র—সংখ্যা | |
| | (১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী। | নাই |
| | (২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব। | নাই |
| | (৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব। | নাই |
| | (৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব। | নাই |
| | (৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান। | নাই |
| | (৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা। | নাই |


## ১ম খণ্ড

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

**অর্থ মন্ত্রণালয়**
**ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ**
**পরিচালনা পর্ষদ ও সমন্বয় অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ, ২২ আগস্ট ২০১২

**নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০০১.২০০৮-৩০০**—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১২৭ নং অর্ডার) এর ৯(৩)(ডি) ধারার বিধান অনুযায়ী অর্থ বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব ড. মোহাম্মদ তারেক এর স্থলে জনাব ফজলে কবির, সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়- কে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০১৬.২০০৮-৩১৭**—বাংলাদেশ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড (বেসিক) এর পরিচালনা পর্ষদে শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু-কে পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ সমাপনান্তে ০২ (দুই) বছরের জন্য পুনঃনিয়োগ দেয়া হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০০৩.২০০৮-৩১৮**—সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর Memorandum and Articles of Association-এর বিধান অনুযায়ী জনাব কাজী বাহারুল ইসলাম কে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ সমাপনান্তে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত পুনঃনিয়োগ দেয়া হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

**নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০০৪.২০০৮-৩১৯**—জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর Memorandum and Articles of Association এর বিধান অনুযায়ী ড. আবুল বারাকাত-কে জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ সমাপনান্তে ০২ (দুই) বছরের জন্য পুনঃনিয়োগ দেয়া হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ রিজওয়ানুল হুদা**
উপ-সচিব।

---

**[একই তারিখ ও নম্বরের স্থলাভিষিক্ত]**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০০৫.২০০৮-৩২৮**—অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর Memorandum and Articles of Association এর বিধান অনুযায়ী জনাব এ. কে গোলাম কিবরিয়া, এফসিএ-কে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ সমাপনান্তে ০২ (দুই) বছরের জন্য পুনঃনিয়োগ দেয়া হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**সাবিনা ইয়াসমিন**
উপ-সচিব।

---

**অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)**
**এডিবি-৩ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৯ আগস্ট ২০১২

**নং ০৯.৫১৩.০২৪.০২.০১.০১৩.২০১২-১৭৫**—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সঙ্গে Coastal Climate Resilient Infrastructure Project-শীর্ষক প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সরকার পক্ষে লোন নেগোসিয়েশনের লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে প্রতিনিধিদল গঠন করা হলো ঃ

**দলনেতা**

(ক) জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম-সচিব (এডিবি), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

**সদস্যবৃন্দ**

(খ) জনাব আল মামুন, উপ-সচিব (এডিবি-১), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

(গ) জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, উপ-প্রধান, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(ঘ) জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

(ঙ) জনাব এ, কে, এম লুৎফর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, Coastal Climate Resilient Infrastucture Project, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

(চ) জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(ছ) জনাব শেখ সাকিল উদ্দিন আহমদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

(জ) জনাব মোঃ হেলাল উদ্দীন, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(ঝ) প্রতিনিধি, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

২। নেগোসিয়েশনের তারিখ, সময় ও স্থান ঃ

| তারিখ | সময় | স্থান |
|---|---|---|
| ৩০ আগস্ট ২০১২ | সকাল ১০:০০টা থেকে শুরু | এডিবি'র বাংলাদেশ আবাসিক মিশন, আগারগাঁও, ঢাকা। |

৩। লোন নেগোসিয়েশন প্রতিনিধিদলের সকল সদস্য যথাসময়ে লোন নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**কাউসার মোস্তফা খান**
সহকারী প্রধান (এডিবি-৩)।

---

**আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**আইন ও বিচার বিভাগ**
**বিচার শাখা-৩**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং ৫৬২-বিচার-৩/১ডি-০৪/২০১২**—যেহেতু, ফেণীর সাবেক যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ বর্তমানে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম-জেলা জজ) জনাব আবুল হোসেন খন্দকারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে ০৪/২০১২ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ গুরুতর; এবং

যেহেতু, আনীত অভিযোগসমূহ পূর্ণাংগ তদন্তের স্বার্থে তাকে অবিলম্বে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা যুক্তিযুক্ত ও অপরিহার্য বলে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ১৯৮৫ সালের সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ১১ (১) বিধি মোতাবেক জনাব আবুল হোসেন খন্দকার-কে চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (Suspend) করা হল। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় অভিযুক্ত কর্মকর্তা প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**সৈয়দ আমিনুল ইসলাম**
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

---

**বিচার শাখা-৬**

**আদেশাবলী**

তারিখ, ২৮ আগস্ট ২০১২

**নং আর-৬/৭এন ৬৩/২০১২-৫০১—১৯৬১** সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবি সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আলী, পিতা মরহুম জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিনকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

**নং আর-৬/৭এন ৭১/২০১২-৫০৩—১৯৬১** সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে নোয়াখালী জেলা আইনজীবি সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব শাহ্ মনজুরুল হাছান, পিতা মরহুম জনাব সিকান্দার শাহকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**জনাব মিজানুর রহমান খান**
উপ-সচিব (প্রশাসন-১)।

---

**ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়**
**অধিশাখা-৬**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং১৪.০০৬.০১০.০০.০০.০৭৩.২০১২-২০২—**বিগত ২৫-০৬-১২ তারিখে শেরেবাংলা নগরস্থ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) এর টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অগ্নিকান্ড সংঘটনের কারণ অনুসন্ধান, উদ্‌ঘাটন, দায়ী ব্যক্তি বা পদ্ধতির ত্রুটি সম্পর্কে দায়িত্ব নিরূপণ ও ত্রুটি চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের দুর্ঘটনা রোধে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশসহ তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নোক্তভাবে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো ঃ

**আহবায়ক**

(১) জনাব এস এম শওকত আলী, অতিরিক্ত সচিব-২, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

**সদস্যবৃন্দ**

(২) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)

(৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (পরিচালকের নিম্নে নয়)

(৪) জনাব মোঃ জিয়াদুল আনাম, পরিচালক, আইএলডিটিএস পলিসি প্রকল্প, স্যাটেলাইট ভবন, বনানী, ঢাকা।

(৫) জনাব মোঃ ইমতিয়াজ শরীফ, বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), প্রকৌশলী প্রশাসন, বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা।

(৬) জনাব শেখ রিয়াজ আহমেদ, উপ-সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

২। **কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ ঃ**

(ক) গত ২৫-০৬-১২ তারিখের শেরেবাংলা নগরস্থ বিটিসিএল এর টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অগ্নিকান্ডের কারণ অনুসন্ধান, সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও ক্ষতি নিরূপণ;

(খ) অগ্নিকান্ড সংঘটনে ব্যক্তির অবহেলা বা পদ্ধতির ত্রুটি থাকলে তা চিহ্নিতকরণ এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ি ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ ও দায়দায়িত্ব নিরূপণ;

(গ) ভবিষ্যতে এ ধরণের দুর্ঘটনা রোধে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান।

৩। কমিটি প্রয়োজনে অন্য কাউকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪। কমিটি আগামী ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে অত্র মন্ত্রণালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৫। জনাব শেখ রিয়াজ আহমেদ, উপ-সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**শেখ রিয়াজ আহমেদ**
উপ-সচিব।

**তথ্য মন্ত্রণালয়**
**প্রেস-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২১ ভাদ্র ১৪১৯/০৫ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং ১৫.০১৯.০১১.০০.০০.০০৪.২০১১-২৮৪**—বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা অধ্যাদেশ-১৯৭৯ (অধ্যাদেশ নং-XX ১৯৭৯) এর ৭ ও ৮ ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত সম্পাদক/ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে প্রজ্ঞাপন জারির দিন থেকে অনধিক ৩ (তিন) বছর মেয়াদে একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হলো ঃ

**চেয়ারম্যান**

(১) জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা।

**পরিচালকবৃন্দ**

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক, বাসস, ঢাকা।

(৩) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন ও প্রেস), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(৪) যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(৫) যুগ্ম-সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(৬) দেওয়ান হানিফ মাহমুদ, সম্পাদক, দৈনিক বার্তা, ঢাকা।

(৭) জনাব ফারুক আহমেদ তালুকদার, সম্পাদক, দৈনিক আজকালের খবর, ঢাকা।

(৮) জনাব মোস্তাক আহমেদ মোবারকি, সম্পাদক, দৈনিক বঙ্গবাণী, ঢাকা।

(৯) জনাব এম.এ. মালেক, সম্পাদক, দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম।

(১০) বেগম ফেরদৌসী আলী, সম্পাদক, ডেইলী ট্রিবিউন, খুলনা।

(১১) জনাব অজিত কুমার সরকার, সিটি এডিটর, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), ঢাকা।

২। উক্ত পরিচালনা বোর্ড অধ্যাদেশের ৬ ধারার বিধান মোতাবেক দায়িত্ব পালন করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ লাইসুর রহমান**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**[একই নম্বর ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত প্রজ্ঞাপন]**

**তথ্য মন্ত্রণালয়**
**চলচ্চিত্র শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৪ শ্রাবণ ১৪১৯/০৮ আগস্ট ২০১২

**নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.২৩.০০৪.১২-৪৬৫**—২০১১ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রগুলো মূল্যায়ন করে পুরস্কার প্রাপকদের নাম সুপারিশ করার জন্য ১৫ জুলাই ২০১২ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৭.২৩.০০৪.১২.৪৩১ নং প্রজ্ঞাপনে গঠিত জুরি বোর্ড সংশোধনক্রমে সরকার নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে জুরি বোর্ড পুনর্গঠন করলেন ঃ

**সভাপতি**

(১) অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

**সদস্য-বৃন্দ**

(২) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।

(৪) সৈয়দ হাসান ইমাম, চলচ্চিত্র অভিনেতা ফ্ল্যাট-১, এ/১, নাভানা বানু গার্ডেন ১১৫ বড় মগবাজার (কাজী অফিসের গলি), ঢাকা-১২১৭।

(৫) জনাব আলম খান, সঙ্গীত পরিচালক, বাড়ী নং-৩২, রোড নং-৪, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি লিঃ, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা।

(৬) জনাব আকবর হোসেন পাঠান (ফারুক), চলচ্চিত্র অভিনেতা, সেক্টর-৭, রোড নং-২০, বাড়ি নং-৮, উত্তরা, ঢাকা।

(৭) জনাব এম এ আলমগীর, চলচ্চিত্র অভিনেতা, ড্রীম, ২/৪, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর হাউজিং, মিরপুর রোড, ঢাকা।

(৮) সুর্বণা মুস্তফা, অভিনেত্রী, হাউজ নং-৩, রোড নং ৩/এ, ফ্ল্যাট নং ১ ও ২, সেক্টর ৫, উত্তরা, ঢাকা।

(৯) জনাব মহিউদ্দিন ফারুক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্প নির্দেশক, চেয়ারম্যান মিডিয়া এন্ড ফিল্ম স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, সিদ্ধেশরী, ঢাকা।

(১০) জনাব অনুপম হায়াত, চলচ্চিত্র গবেষক, সমালোচক ও সাংবাদিক

(১১) জনাব সাদি মহম্মদ, সংগীত শিল্পী, ১২/১০, তাজমহল রোড, ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

(১২) জনাব আবদুল লতিফ বাচ্চু, সভাপতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র গ্রাহক সংস্থা, তেজগাঁও, ঢাকা।

**সদস্য-সচিব**

(১৩) ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড।

**২। জুরি বোর্ডের কার্যপরিধি (Terms of Reference) ঃ**

(১) জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য জুরি বোর্ড নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করবে ঃ

(ক) কেবলমাত্র বাংলাদেশী নাগরিক এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন;

(খ) জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিবেচনাযোগ্য চলচ্চিত্র অবশ্যই বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্রপ্রাপ্ত ও ২০১১ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত হতে হবে। তবে প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না;

(গ) পুরস্কারযোগ্য প্রতিটি শাখা গুণগত ও শৈল্পিক মানের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে;

(ঘ) দেশীয় সামাজিক প্রেক্ষাপট, পরিচালকের মৌলিকত্ব ও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর বহনকারী চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে;

(ঙ) জুরি বোর্ডের বিবেচনার জন্য জমাকৃত চলচ্চিত্রে প্রতিটি নৃত্যের জন্য পৃথকভাবে নৃত্য পরিচালকের নাম উল্লেখ করতে হবে;

(চ) যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র ও পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে;

(ছ) কাহিনীর ক্ষেত্রে দেশী বা বিদেশী লেখক/প্রকাশকের অনুমতি (কপিরাইট) নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে;

(জ) বিদেশী চলচ্চিত্রের কপিরাইট নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রের কাহিনী পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না;

(ঝ) রিমেক (Remake) চলচ্চিত্রের কাহিনী পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না; এবং

(ঞ) জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য অংশগ্রহণকারী চলচ্চিত্রে সেন্সরবিহীন কোন দৃশ্য সংযোজন বা বিয়োজন করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে সে চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না।

৩। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ পুরস্কার প্রদানের জন্য বিবেচিত হবে ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| (১) | আজীবন সম্মাননা | (২) | চলচ্চিত্র<br>(ক) শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র।<br>(খ) শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।<br>(গ) শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র। |
| (৩) | পরিচালক<br>(ক) শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক।<br>(খ) শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক।<br>(গ) শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক। | (৪) | অভিনেত্রা<br>(ক) প্রধান চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।<br>(খ) পার্শ্ব চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।<br>(গ) খল চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।<br>(ঘ) কৌতুক চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। |
| (৫) | অভিনেত্রী<br>(ক) প্রধান চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী।<br>(খ) পার্শ্ব চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। | (৬) | শিশু শিল্পী<br>(ক) শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী।<br>(খ) শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার। |
| (৭) | কাহিনী/চিত্রনাট্য/সংলাপ<br>(ক) শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার।<br>(খ) শ্রেষ্ঠ চিত্র নাট্যকার।<br>(গ) শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা। | (৮) | সঙ্গীত<br>(ক) শ্রেষ্ঠ গায়ক।<br>(খ) শ্রেষ্ঠ গায়িকা।<br>(গ) শ্রেষ্ঠ গীতিকার।<br>(ঘ) শ্রেষ্ঠ সুরকার। |
| (৯) | চিত্র ও শব্দ গ্রাহক<br>(ক) শ্রেষ্ঠ চিত্র গ্রাহক।<br>(খ) শ্রেষ্ঠ শব্দ গ্রাহক। | (১০) | সম্পাদক/নির্দেশক<br>(ক) শ্রেষ্ঠ সম্পাদক।<br>(খ) শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক। |
| (১১) | মেকাপম্যান<br>(ক) শ্রেষ্ঠ মেকাপম্যান। | (১২) | পোষাক ও সাজ-সজ্জা<br>(ক) শ্রেষ্ঠ পোষাক ও সাজ-সজ্জা। |

৪। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড জুরি বোর্ড-কে সকল প্রকার সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৫। এ জুরি বোর্ড আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের মধ্যে সরকারের নিকট ২০১১ সালের সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বর্ণিত ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা বিবেচনা করে পুরস্কারের প্রতিটি শাখার জন্য একজন মুখ্য এবং একজন বিকল্প শিল্পী/কলাকুশলীর নাম সুপারিশ করবে এবং সুপারিশকৃত শিল্পী ও কলাকুশলীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কর্মের বিবরণ দাখিল করবে। কোন শাখায় উপযুক্ত শিল্পী/কলাকুশলী না পাওয়া গেলে জুরি বোর্ড তা সুপারিশে উল্লেখ করবে। জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী/কলাকুশলীদের নাম চূড়ান্ত করবে।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**এস, এম, হারুন-অর-রশীদ**
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)।

---

**বাণিজ্য মন্ত্রণালয়**
**প্রশাসন-৬ অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং ২৬.০০.০০০০.০৯১.২৬.০০২.১১-২৬১**—বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের টিওএন্ডই-তে ০৪ (চার) টি কার অন্তর্ভুক্তকরণের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো। একই সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২৮-০২-২০১২ তারিখের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং-২৬.০০.০০০০.০৯১.২৬.০০২.১১-৬৩ বাতিল করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**আব্দুর রহমান**
উপ-সচিব।

---

**ভূমি মন্ত্রণালয়**
**জরিপ শাখা-১ (প্রশাসন)**

**বিজ্ঞপ্তি**

তারিখ, ১৮ ভাদ্র ১৪১৯/০২ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.১৯৮.২০১০-১৩৩**—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

**তফসিল**

| ক্রমিক নং | মৌজার নাম | জে,এল, নং | উপজেলার নাম | জেলার নাম |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| (১) | পিটাকরা | ৩৫ | বিশ্বনাথ | সিলেট |
| (২) | গুয়াহরি | ৫৫ | বিশ্বনাথ | সিলেট |
| (৩) | সাবাজপুর | ১০৭ | বিশ্বনাথ | সিলেট |
| (৪) | ইনাতনগর | ১৬ | জামালগঞ্জ | সুনামগঞ্জ |
| (৫) | কুমারিয়া | ২৫ | জামালগঞ্জ | সুনামগঞ্জ |
| (৬) | কাইটক ডিগর | ১০২ | ছাতক | সুনামগঞ্জ |
| (৭) | শ্রীমতপুর | ২৬৯ | ছাতক | সুনামগঞ্জ |
| (৮) | নরসিংপুর | ৩০২ | ছাতক | সুনামগঞ্জ |
| (৯) | রাজনগর | ৬৪ | আজমিরিগঞ্জ | হবিগঞ্জ |
| (১০) | চাটী | ১৩৪ | রাজনগর | মৌলভীবাজার |
| (১১) | তেলিজুরী | ৬২ | রাজনগর | মৌলভীবাজার |
| (১২) | বর্ণি | ৬ | বড়লেখা | মৌলভীবাজার |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|
| (১৩) | মুড়াউল | ২৮ | বড়লেখা | মৌলভীবাজার |
| (১৪) | নান্দুয়া | ৪৬ | বড়লেখা | মৌলভীবাজার |
| (১৫) | চান্দগ্রাম | ১৮ | বড়লেখা | মৌলভীবাজার |
| (১৬) | তেরাদরং | ২৯ | বড়লেখা | মৌলভীবাজার |
| (১৭) | আজমীর | ১০১ | বড়লেখা | মৌলভীবাজার |
| (১৮) | মাধবগোল | ১০৪ | বড়লেখা | মৌলভীবাজার |
| (১৯) | বড়মইদান | ৯৭ | বড়লেখা | মৌলভীবাজার |
| (২০) | সায়পুর | ৪৯ | বড়লেখা | মৌলভীবাজার |
| (২১) | শ্রীধরপুর | ৪৩ | বড়লেখা | মৌলভীবাজার |
| (২২) | কাঠালতলী | ১০৩ | বড়লেখা | মৌলভীবাজার |
| (২৩) | খোয়াজপুর | ৯১ | শ্রীমঙ্গল | মৌলভীবাজার |

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুর্শিদা শারমিন**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**বাজেট ও অডিট শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৬ আগস্ট ২০১২

**নং ৩১.০০.০০০০.০৩৮.২০.০০১/২০১২-৫৮**—অর্থ বিভাগের ১৩-০৬-২০১২ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৩.২০০৮-৪২০ নং স্মারকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা সমূহের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রণয়নের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে "বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি" পুনর্গঠন করা হলো—

**সভাপতি**

(১) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

**সদস্যবৃন্দ**

(২) অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

(৩) যুগ্ম-সচিব (সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়

(৪) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড

(৫) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড

(৬) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

(৭) চেয়ারম্যান, ল্যান্ড কমিশন

(৮) পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

(৯) উপ-সচিব (বাজেট), ভূমি মন্ত্রণালয়

**কারিগরি সদস্য**

(১০) উপ-সচিব (বাজেট-১৮ অধিশাখা), অর্থ বিভাগ

**সদস্যবৃন্দ**

(১১) পরিচালক, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(১২) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট উপ-প্রধান

(১৩) উপ-প্রধান, ভূমি মন্ত্রণালয়

(১৪) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়, ৭১, পুরানা পল্টন, ঢাকা

(১৫) সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট), ভূমি মন্ত্রণালয়

(১৬) হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), ভূমি মন্ত্রণালয়

(১৭) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়

**সদস্য-সচিব**

(১৮) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/যুগ্ম-সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মুর্শিদা শারমিন**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**অধিগ্রহণ শাখা-১**
**এল, এ, কেস নং ৮৪/৭০-৭১**
**ঘ-ফরম**

**সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ**

তারিখ, ৫ আগস্ট ২০১২

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৪৯.১২-৩৩৪**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৭-৩-৯২ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

**তফসিল**

মৌজা দাঁতিয়া, জে, এল, নং ৬৫, থানা বেড়া, জেলা পাবনা।

**সি.এস.দাগ নং**-২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৫ এবং ৩০৬ পূর্ণ।

**এস.এস.দাগ নং**-২৫৭, ২৬১, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৮২, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৬৮৩, ৬৮৪ এবং ৬৮৫;

কমবেশী মোট জমির পরিমাণ=১০.৪৮ একর মাত্র।

জমির নকসা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (এল,এ, শাখা), পাবনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**আলিয়া মেহের**
সহকারী সচিব।

---

**এল, এ, কেস নং ১২/৭২-৭৩**
**ঘ-ফরম**

**সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ**

তারিখ, ৫ আগস্ট ২০১২

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৫০.১২-৩৩৫**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১২-০১-৭৩ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

**তফসিল**

মৌজা সমাসপুর, জে, এল, নং ৮৯, থানা বেড়া, জেলা পাবনা।

**সি.এস.দাগ নং**-৪৭৩, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৮১, ৩৮২, ৩৭৯, ৩৯৭, ৩৯৬ পূর্ণ এবং ৩৮০ আংশিক।

মোট জমির পরিমাণ কম/বেশী=৫.৩৫ একর মাত্র।

জমির নকসা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (এল,এ, শাখা), পাবনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**আলিয়া মেহের**
সহকারী সচিব।

**অধিগ্রহণ শাখা-২**
**এল, এ, কেস নং ২/৬৩-৬৪**
**ঘ-ফরম**

**সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ**

তারিখ, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.২৩০.১২-৪৪৬**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৮-৭-৬৩ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল ঃ

**তফসিল**

মৌজা শ্রী নগর কালী নগর, জে, এল, নং ১৫, উপজেলা দাকোপ, জেলা খুলনা।

সি.এস.দাগ নং আংশিক-২৪১২, ২৪১৩, ২৪১৪ এবং ২৪২৮।

মোট জমির পরিমাণ=০.২৬ একর।

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা (এল,এ শাখা) এর অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**পারভীন আক্তার**
উপ-সচিব।

---

**শাখা-১১**
**এল, এ, কেস নং ৫৯/৬৯-৭০**
**ঘ-ফরম**

**সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ**

তারিখ, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.২২৯.১২-৪৪৭**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৪-০৬-৭০ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুদ দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

**তফসিল**

মৌজা দিঘলিয়া, জে, এল, নং ১৬৪, থানা পাইকগাছা, জেলা খুলনা।

| দাগ নং | পূর্ণ/আংশিক | জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ১২৩ | আংশিক | ২.২৮ |
| ১২৪ | ,, | ১.৯৭ |
| ১২৫ | ,, | ২.২৫ |
| | | মোট=৬.৫০ একর। |

জমির নকসা জেলা প্রশাসক, খুলনা (এল,এ, শাখা) এর অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**পারভীন আক্তার**
উপ-সচিব।

---

**অধিগ্রহণ শাখা-২**
**এল, এ, কেস নং ৭৯/৬২-৬৩ (৪)**
**ঘ-ফরম**

**সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ**

তারিখ, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.২২৪.১২-৪৪৮**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৭-১-৬৪ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল ঃ

**তফসিল**

মৌজা বানিয়াখামার, জে, এল, নং ৩, সিট নং ৪, থানা ও জেলা খুলনা।

সি,এস, দাগ নং-আংশিক-১৯৪১

এরিয়া কম/বেশী-০.৫৬ একর মাত্র।

জমির নকসা এল,এ, (সাধারণ) খুলনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**পারভীন আক্তার**
উপ-সচিব।

**এল, এ, কেস নং ৪/৭২-৭৩**
**ঘ-ফরম**

**সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ**

তারিখ, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.২৪১.১২-৪৪৯**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৯-৬-৭৩ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল ঃ

**তফসিল**

মৌজা মিরের ডাংগা, জে, এল, নং ৩, থানা দৌলতপুর, জেলা খুলনা।

সি,এস, দাগ নং-পূর্ণ-২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ৮১/৯৮১, ২১, ২২, ২৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ৪৮/৯৯৯ এবং ১৬৬।

সি,এস, দাগ নং-আংশিক-১৩৯, ১৪০ এবং ১৬৭।

জমির পরিমাণ কম বেশী ৩৪.২৩ একর মাত্র।

জমির নকসা ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা খুলনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**পারভীন আক্তার**
উপ-সচিব।

---

**এল, এ, কেস নং ৬৮/৬১-৬২**
**ঘ-ফরম**

**সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ**

তারিখ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.২৭৯.১২-৪৫০**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৭-১-৬২ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল ঃ

**তফসিল**

মৌজা জলমা, জে, এল, নং ৭৭, থানা এবং জেলা খুলনা।

**সাবেক দাগ নং**-আংশিক-৪৬১

জমির এরিয়া কম বেশী ০.০৯ একর মাত্র।

জমির নকসা ভূমি হুকুম দখল (সাধারণ) অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**পারভীন আক্তার**
উপ-সচিব।

---

**এল, এ, কেস নং ১৫/৬৬-৬৭**

**ঘ-ফরম**

**সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ**

তারিখ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.২৪৮.১২-৪৫৩**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৩-৩-৬৭ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল ঃ

**তফসিল**

মৌজা চাঁচড়া, জে, এল, নং ৭৭, থানা কোতয়ালী, জেলা যশোর।

| খতিয়ান নং | দাগ নং | জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|
| ১৭৯৮ | ২৬৪৮ | .১৭ |
| ১৭৯৮ | ২৬৫৪ | ১.৯০ |
| ১৭৯৮ | ২৬৫৫ | .৮৩ |
| | | মোট=২.৯০ একর। |

জমির নকসা যশোর ভূমি হুকুম দখল অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**পারভীন আক্তার**
উপ-সচিব।

---

**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**শাখা-সেল**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ, ১৩ আগস্ট ২০১২

**নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১২.৮৯৯**—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১ (১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, রায়পুরা, নরসিংদী এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার রায়পুরা উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

| ক্রমিক নং | সংশ্লিষ্ট আইনের উপ-ধারা | সদস্যা শ্রেণী | নাম |
|---|---|---|---|
| (১) | ১১ (১) (গ) | শিক্ষিকা | মিসেস তাসলিমা বেগম |
| (২) | ১১ (১) (ঘ) | সমাজসেবী | মিসেস হেনা সালাহউদ্দিন |
| (৩) | ১১ (১) (চ) | বিশিষ্ট মহিলা | মিসেস নুরুন্নাহার আফজাল |
| (৪) | ঐ | ঐ | মিসেস সাকিনা জামান |
| (৫) | ঐ | ঐ | শিল্পী দাস |

২। উপরে উল্লেখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ২ নং ক্রমিকের মিসেস হেনা সালাহউদ্দিন উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১২ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

**নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১২.৯০০**—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১ (১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সাভার, ঢাকা এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার সাভার উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

| ক্রমিক নং | সংশ্লিষ্ট আইনের উপ-ধারা | সদস্যা শ্রেণী | নাম |
|---|---|---|---|
| (১) | ১১ (১) (গ) | শিক্ষিকা | বেগম শবনম তাহমিনা কবীর |
| (২) | ১১ (১) (ঘ) | সমাজসেবী | বেগম শামীমা বাশার |
| (৩) | ১১ (১) (চ) | বিশিষ্ট মহিলা | বেগম রওশন আক্তার চৌধূরী |
| (৪) | ঐ | ঐ | বেগম সোহেল রহমান |
| (৫) | ঐ | ঐ | বেগম নাজমা আক্তার |

২। উপরে উল্লেখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের বেগম শবনম তাহমিনা কবীর উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১২ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

**নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১২.৯০১**—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১ (১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার আড়াইহাজার উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

| ক্রমিক নং | সংশ্লিষ্ট আইনের উপ-ধারা | সদস্যা শ্রেণী | নাম |
|---|---|---|---|
| (১) | ১১ (১) (গ) | শিক্ষিকা | মোসাঃ সামসুন্নাহার |
| (২) | ১১ (১) (ঘ) | সমাজসেবী | মোসাঃ হাছিনা বেগম |
| (৩) | ১১ (১) (চ) | বিশিষ্ট মহিলা | মোসাঃ তাছলিমা |
| (৪) | ঐ | ঐ | মোসাঃ শারমিন বেগম |
| (৫) | ঐ | ঐ | মোসাঃ রিনা |

২। উপরে উল্লেখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ২ নং ক্রমিকের মোসাঃ হাছিনা বেগম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১২ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

**নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১২.৯০২**—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১ (১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ভূঞাপুর, টাংগাইল এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার ভূঞাপুর উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

| ক্রমিক নং | সংশ্লিষ্ট আইনের উপ-ধারা | সদস্যা শ্রেণী | নাম |
|---|---|---|---|
| (১) | ১১ (১) (গ) | শিক্ষিকা | বেগম নার্গিস আক্তার |
| (২) | ১১ (১) (ঘ) | সমাজসেবী | বেগম শাহনাজ পারভীন |
| (৩) | ১১ (১) (চ) | বিশিষ্ট মহিলা | মোছাঃ নূরজাহান |
| (৪) | ঐ | ঐ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন |
| (৫) | ঐ | ঐ | মোছাঃ কোহিনুর |

২। উপরে উল্লেখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের বেগম নার্গিস আক্তার উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১২ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

**নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১২.৯০৩**—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১ (১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ঘাটাইল, টাংগাইল এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার ঘাটাইল উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

| ক্রমিক নং | সংশ্লিষ্ট আইনের উপ-ধারা | সদস্যা শ্রেণী | নাম |
|---|---|---|---|
| (১) | ১১ (১) (গ) | শিক্ষিকা | জনাব জীবুননিছা (জেবু) |
| (২) | ১১ (১) (ঘ) | সমাজসেবী | জনাব লূৎফূন্নাহার |
| (৩) | ১১ (১) (চ) | বিশিষ্ট মহিলা | জনাব হাফিজা বেগম |
| (৪) | ঐ | ঐ | জনাব রেনুজা |
| (৫) | ঐ | ঐ | জনাব তন্দ্রা |

২। উপরে উল্লেখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের জনাব জীবুননিছা (জেবু) উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১২ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

**নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১২.৯০৪**—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১ (১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, শিবচর, মাদারীপুর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার শিবচর উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

| ক্রমিক নং | সংশ্লিষ্ট আইনের উপ-ধারা | সদস্যা শ্রেণী | নাম |
|---|---|---|---|
| (১) | ১১ (১) (গ) | শিক্ষিকা | বেগম আসমা বেগম |
| (২) | ১১ (১) (ঘ) | সমাজসেবী | মিসেস সুহাদা আক্তার |
| (৩) | ১১ (১) (চ) | বিশিষ্ট মহিলা | বেগম মাকসুদা আক্তার (নীলু) |
| (৪) | ঐ | ঐ | মিসেস মায়া রাণী |
| (৫) | ঐ | ঐ | বেগম জেসমিন আক্তার |

২। উপরে উল্লেখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ৩ নং ক্রমিকের বেগম মাকসুদা আক্তার (নীলু) উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১২ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

**নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১২.৯০৫**—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১ (১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার সিংগাইর উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

| ক্রমিক নং | সংশ্লিষ্ট আইনের উপ-ধারা | সদস্যা শ্রেণী | নাম |
|---|---|---|---|
| (১) | ১১ (১) (গ) | শিক্ষিকা | বেগম শাহিন আক্তার |
| (২) | ১১ (১) (ঘ) | সমাজসেবী | বেগম সায়মা বেগম |
| (৩) | ১১ (১) (চ) | বিশিষ্ট মহিলা | বেগম অলকা পারভীন |
| (৪) | ঐ | ঐ | বেগম ইমু সুলতানা |
| (৫) | ঐ | ঐ | বেগম রূপজান বেগম |

২। উপরে উল্লেখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের বেগম শাহিন আক্তার উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১২ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

**নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১২.৯০৬**—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১ (১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মনোহরদী, নরসিংদী এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার মনোহরদী উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

| ক্রমিক নং | সংশ্লিষ্ট আইনের উপ-ধারা | সদস্যা শ্রেণী | নাম |
|---|---|---|---|
| (১) | ১১ (১) (গ) | শিক্ষিকা | বেগম নাজমা সাদেক |
| (২) | ১১ (১) (ঘ) | সমাজসেবী | মিসেস আম্বিয়া হক |
| (৩) | ১১ (১) (চ) | বিশিষ্ট মহিলা | বেগম আফরোজা সুলতানা সুমী |
| (৪) | ঐ | ঐ | বেগম আলপনা রায় |
| (৫) | ঐ | ঐ | বেগম আফরোজা সুলতানা রুবি |

২। উপরে উল্লেখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের বেগম নাজমা সাদেক উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১২ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

**নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১২.৯০৭**—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১ (১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ছাগলনাইয়া, ফেনী এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার ছাগলনাইয়া উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

| ক্রমিক নং | সংশ্লিষ্ট আইনের উপ-ধারা | সদস্যা শ্রেণী | নাম |
|---|---|---|---|
| (১) | ১১ (১) (গ) | শিক্ষিকা | বেগম সুফিয়া খাতুন |
| (২) | ১১ (১) (ঘ) | সমাজসেবী | বেগম মনোয়ারা বেগম |
| (৩) | ১১ (১) (চ) | বিশিষ্ট মহিলা | বেগম শাহিনা আক্তার |
| (৪) | ঐ | ঐ | বেগম জেবুর নেছা |
| (৫) | ঐ | ঐ | বেগম শাহানা মাহবুব |

২। উপরে উল্লেখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ৩ নং ক্রমিকের বেগম শাহিনা আক্তার উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১২ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মনিরা বেগম**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়**
**প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা**

**আদেশ**

তারিখ, ২৬ আগস্ট ২০১২

**নং মপ্রাম/প্রাস-১(সংসদীয় স্থায়ী)-৪৪/০৫/৫৮০**—যেহেতু, ডাঃ এ.বি.এম শহিদুল্লাহ, কিউরেটর (ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ এনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৪-৩-২০১১ তারিখের মপ্রাম/প্রাস-১(সংসদীয় স্থায়ী)-৪৪/০৫/৩০৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা নং ১২/২০১১ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, ডাঃ এ.বি.এম শহিদুল্লাহ, কিউরেটর (ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকা গত ২৮-৩-২০১১ তারিখে তাঁর লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৩-৭-২০১২ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তার ও সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবণ, বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র ও উপস্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, ডাঃ এ.বি.এম শহিদুল্লাহ এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এর ড্রইং, ডিজাইন, প্রি কাস্ট পাইলিং সংক্রান্ত, যা কারিগরি প্রকৃতি। ডাঃ এ.বি.এম শহিদুল্লাহ একজন ভেটেরিনারি সার্জন বিধায় পূর্ত কাজ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল বিষয়ে তাঁর সম্যক জ্ঞান না থাকাই

স্বাভাবিক। এছাড়া চিড়িয়াখানার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের সম্পাদিত কাজ সরেজমিনে দেখার জন্য তিনি যথাসময়ে পরিচালক (প্রশাসন) ও মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেছিলেন;

যেহেতু, উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ, বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র ও উপস্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় ডাঃ এ.বি.এম শহিদুল্লাহ, কিউরেটর (ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকা এর বক্তব্য ও ব্যাখ্যা সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, এক্ষণে সার্বিক বিবেচনায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৩ (বি) বিধি মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত**
সচিব।

---

**যোগাযোগ মন্ত্রণালয়**
**সেতু বিভাগ**
**প্রশাসন শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ১২ ভাদ্র ১৪১৯/২৭ আগস্ট ২০১২

**নং ৫০.০২৫.০২১.০০.০০.০০১.২০০৯-৩৩২**—পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাজের জন্য ডিজাইন কনসালট্যান্ট MAUNSELL AECOM Ltd. কর্তৃক প্রণীত Social Action Plan Vol. 5: Revised Resettlement Action Plan (RAP)-III (RTW) সংশোধনক্রমে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২। এই Social Action Plan Vol. 5: Revised Resettlement Action Plan (RAP)-III (RTW) অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং শুধুমাত্র পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মাহমুদ ইবনে কাসেম**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

---

**শিক্ষা মন্ত্রণালয়**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৭ ভাদ্র ১৪১৯/১১ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং শিম/শাঃ ১৮/১০ উবি-২/৯৭/৩৪৬**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ এর ১৪ (১) ধারা মোতাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন-কে নিম্নোক্ত শর্তে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যের পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) উপ-উপাচার্য হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে নির্ধারিত সময়কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁর নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি তাঁর বর্তমান পদের বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি বিধি মোতাবেক উপ-উপাচার্য পদের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত এবং উপাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

**লায়লা আরজুমান্দ বানু**
উপ-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-২)।

---

**শাখা-১৯**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৫ ভাদ্র ১৪১৯/০৯ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং শিম/শাঃ/১৯/বা.প্র.বি.প্রভিসি-২/২০০৯/৩০৪**—Bangladesh University of Engineering and Technology Ordinance, 1961 এর 12 (A) ধারা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৩-০৯-২০০৯ তারিখের স্মারক নং শিম/শাঃ১৯/বাঃপ্রঃবিঃপ্রভিসি-২/২০০৯/৪২২ মোতাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগকৃত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ হাবিবুর রহমান-কে জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট, ১৮৯৭ এর আর্টিকেল ১৬ এর বিধানমতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিলেন।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

**মোহাম্মদ মাঈনউদ্দিন চৌধুরী**
উপ-সচিব (বৃত্তি)।

---

**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**
**তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৯ ভাদ্র ১৪১৯/১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১৫/২০১১/৪৪০**—যেহেতু, জনাব মোঃ আবদুল কাদের, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী প্রাক্তন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) উপ-বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা চলার মত উপযুক্ত ভিত্তি নেই;

সেহেতু, জনাব মোঃ আবদুল কাদের, জেলা প্রাথমকি শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী-কে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**এম, এম, নিয়াজউদ্দিন**
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

---

**শিল্প মন্ত্রণালয়**
**পরিকল্পনা-১ শাখা**

**সংশোধিত প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ১০ অক্টোবর ২০১২

**নং ৩৬.০৮২.০১৫.০৬.৩১.৫৪.২০১২/৯৭**—শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিসিআইসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট (এসএফপি)" শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় জনবল (বেতন গ্রেড ১ হতে ১০ পর্যন্ত) নিয়োগের নিমিত্ত নিম্নরূপভাবে বাছাই কমিটি গঠন করা হ'ল ঃ

**আহ্বায়ক**

(১) যুগ্ম-প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়।

**সদস্যবৃন্দ**

(২) উপ-সচিব (বিআ), শিল্প মন্ত্রণালয়।

(৩) জেনারেল ম্যানেজার(এমটিএস), এসএফপি, বিসিআইসি।

(৪) উপ-কর্মচারী প্রধান (মান-১) (নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ), বিসিআইসি।

(৫) বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ।

**সদস্য-সচিব**

(৬) প্রকল্প পরিচালক, "শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট"।

২। **কার্যপরিধি (TOR) ঃ**

(১) শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রজেক্টের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপির আলোকে বেতন গ্রেড ১ হতে ১০ পর্যন্ত জনবল নিয়োগের নিমিত্ত বাছাইপূর্বক নিয়োগদানের সুপারিশ।

৩। কমিটি প্রয়োজনে যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

**মোঃ আবদুর রব**
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

---

**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**
**পুলিশ-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং স্বঃমঃ (পু-১)/ব্যক্তিগত-১৪/২০১০/৭১৫**—যেহেতু, উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) জনাব খান সাঈদ হাসান পিপিএম এর বিরুদ্ধে (১) ডিএমপি, ঢাকার অপরাধ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) হিসেবে কর্মরত থাকাকালে গত ৪-৬-২০০৪ তারিখে কতিপয় সন্ত্রাসী কর্তৃক শাহবাগ দ্বিতল বাসে অগ্নিসংযোগের ফলে জলন্ত বাসে ১১ (এগার) ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার ঘটনায় রমনা থানার মামলা নম্বর ১৬, তারিখ ৪-৬-২০০৪ ধারা-৪২৭/৪৩৫/৩০২/৩৪ দণ্ডবিধি রুজু হওয়ার পর তিনি ঘটনাটি একটি Heinous Crime হওয়া সত্ত্বেও মামলাটি এসআর মামলা হিসেবে ঘোষণা করেননি। এছাড়া তিনি মামলাটির তদন্ত তদারকি করেননি বা তদন্ত তদারকি প্রতিবেদনও ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেননি (২) তিনি পুলিশ সুপার বগুড়া হিসেবে কর্মরত থাকাকালে গত ১-২-২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানাধীন চরহরিণা রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানকালে পুলিশ কর্তৃক গুলি বর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ে তিনি উক্ত ঘটনা সংক্রান্তে নির্বাহী তদন্তের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি এবং এ বিষয়ে পুলিশ অফিসে নথিপত্র সংরক্ষণ ও উপস্থাপন না করার কারণে ও দায়ী পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (এ) ও ৩ (বি) বিধির আওতায় অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে জনাব খান সাঈদ হাসান পিপিএম এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০৭-১১-২০১০ তারিখের স্বঃ মঃ (পু-১)/ব্যক্তিগত-১৪/২০১০/৯৭৮ নম্বর স্মারকে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

২। যেহেতু, উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) জনাব খান সাঈদ হাসান পিপিএম এর কৈফিয়ত তলবের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ১২-০৯-২০১১ তারিখের স্বঃমঃ(পু-১)/ব্যক্তিগত-১৪/২০১০/৭৬৬ নম্বর স্মারকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের অতিরিক্ত আইজিপি জনাব একেএম শহীদুল হক, বিপিএম, পিপিএম তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৫-০১-২০১২ তারিখে অত্র মন্ত্রণালয়ে তদন্ত রির্পোট দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্তকরণের (Dismissal from Service) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব খান সাঈদ হাসান পিপিএম-কে গত ১০-০২-২০১২ তারিখের স্বঃমঃ(পু-১)/ব্যক্তিগত-১৪/২০১০/১১৮ নম্বর স্মারকে বিধি মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ ২৬-০৪-২০১২ তারিখে দৈনিক যুগান্তর এবং ২৮-০৪-২০১২ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায়ও প্রকাশ করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের কোন জবাব দাখিল করেননি; এবং

৪। যেহেতু, জনাব খান সাঈদ হাসান পিপিএম-কে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্তকরণের (Dismissal from Service) দণ্ড আরোপের বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৭) বিধি অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ১১-০৬-২০১২ তারিখের স্বঃমঃ(পু-১)/ব্যক্তিগত-১৪/২০১০/৪৫৫ নম্বর স্মারকে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয় এবং সরকারি কর্মকমিশন তাঁদের ০৪-০৭-২০১২ তারিখের ৮০.১০৬.০৩৪.০১.০০.০০৪.২০১২-১৪২ নম্বর স্মারকে জনাব খান সাঈদ হাসান পিপিএম-কে উপরোক্ত দণ্ড আরোপের বিষয়ে একমত পোষণ করে। অতঃপর জনাব খান সাঈদ হাসান পিপিএম-কে চাকুরি হতে বরখাস্তকরণের (Dismissal from Service) প্রস্তাবটি গত ১২-০৮-২০১২ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

৫। সেহেতু, উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) জনাব খান সাঈদ হাসান

পিপিএম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (এ) ও ৩ (বি) বিধির আওতায় অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪ (৩) (ডি) বিধির অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হলো।

৬। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০০২.০০৯.১২-৭১৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ তানভীর ভূঞা, সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা, বর্তমানে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় সংযুক্ত তিনি গত ১৩-০৫-২০১২ তারিখ সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে কেএমপি, খুলনাতে যোগদান করেন। তিনি কেএমপি, খুলনাতে যোগদানের পরপরই পর-নারীদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন মর্মে স্থানীয় জনগণের মধ্যে Scandal ছড়িয়ে পড়ে। তিনি প্রতিরাতে খুলনা ক্লাবে যাতায়াতপূর্বক রাত ১০—১২ ঘটিকা পর্যন্ত মদ্যপান করে বেসামাল হয়ে পড়েন এবং সিনিয়র অফিসারদের কুরুচিপূর্ণ ভাষায় গালিগালাজ করেন। তার এ ধরনের অপরাধ সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (এ) ও ৩ (বি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অদক্ষতা এবং অসদাচরণের সামিল বিধায় এ বিষয়ে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যেহেতু অভিযোগটি গুরুতর প্রকৃতির, কাজেই তাকে চাকুরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা সমীচীন;

২। সেহেতু, সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১ (১) বিধি মোতাবেক জনাব মোঃ তানভীর ভূঞা, সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা, বর্তমানে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় সংযুক্ত-কে এতদ্বারা চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল।

৩। সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**সি কিউ কে মুসতাক আহমদ**
সিনিয়র সচিব।

---

**স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়**
**স্থানীয় সরকার বিভাগ**
**(উন্নয়ন-১ শাখা)**

**আদেশ**

তারিখ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২

**নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০২০.২০১২-৫৯১**—যেহেতু, জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হক, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে স্থানীয় সরকার বিভাগের ৩১-০১-২০০৭ তারিখের স্থাসবি/শাঃউন্নয়ন-১/১ই-২১/২০০৬/৪৬ নম্বর স্মারকে SMEC INTERNATIONAL PTY. LTD-এ Senior Engineer, Project Monitoring পদে যোগদানের জন্য ০১-০২-২০০৭ হতে ৩১-১২-২০১১ তারিখ পর্যন্ত ৫৯ (ঊনষাট) মাসের লিয়েনে গমন করেন।

যেহেতু, উক্ত লিয়েন শেষে ০১-০১-২০১২ তারিখ কর্মস্থলে যোগদান করার কথা থাকলেও আপনি কাজে যোগদান না করে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় এ বিভাগের ০২-০৫-২০১২ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০২০.২০১২-২৮৩ নম্বর স্মারকমূলে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হকের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় জারীকৃত অভিযোগনামা তাঁর কর্মস্থলে ও স্থায়ী ঠিকানা প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হক উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেননি এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে কাজে যোগদান করেননি;

যেহেতু, জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪ (এ) ধারায় সরকারি 'চাকুরী হতে বরখাস্ত' করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, উক্ত অপরাধের জন্য জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হককে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪ (এ) ধারা মোতাবেক কেন 'চাকুরী হতে বরখাস্ত' (Dismissal from Service) করার শাস্তি আরোপ করা হবে না তার লিখিত জবাব দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ The independent ও দৈনিক সমকাল পত্রিকা দুটিতে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হক জবাব প্রদান করেননি এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে অদ্যাবধি কাজে যোগদান করেননি;

যেহেতু, জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হকের বিরুদ্ধে রুজুকৃত উক্ত বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩ (বি) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশের ৪ (এ) ধারা মোতাবেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁকে 'চাকুরী হতে বরখাস্ত' (Dismissal from Service) করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৫ (৩) ধারা মোতাবেক তাঁকে একই অধ্যাদেশের ৪ (এ) ধারায় বর্ণিত শাস্তি হিসেবে 'চাকুরী হতে বরখাস্ত' (Dismissal from Service) করা হলো।

এ আদেশ তাঁর অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ০১-০১-২০১২ হতে কার্যকর হবে।

**আবু আলম মোঃ শহিদ খান**
সচিব।

---

**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**
**চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৮ নভেম্বর ২০১২

**নং স্বাপকম/চিশি-১/মেঃবিঃ-০১(১)/৯৭(অংশ)/৮৩৩**—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১ নং আইন) এর ১৬(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোঃ জুলফিকার রহমান খান, অধ্যাপক, হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারী-কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করেছেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

**ড. মাসুমা পারভীন**
সিনিয়র সহকারী সচিব।